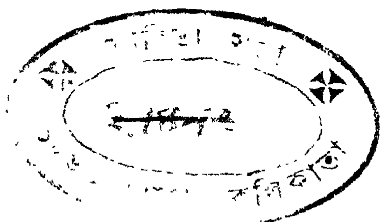
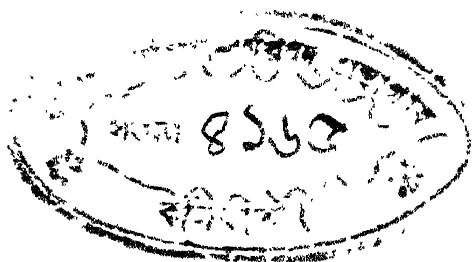




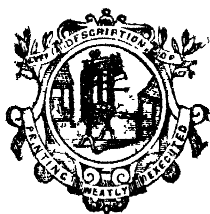
দশরথের মৃগয়া।

(পৌরাণিক দৃশ্য কাব্য।)

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং
ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানা
মাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

ইতি শকুন্তলা

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র গোস্বামী কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।



কলিকাতা

আহিরীটোলা ষ্ট্রীট ৩৬ নং

চিক্যাগো প্রেসে শ্রীকালীকৃষ্ণ বৈরাগীর দ্বারা

1887

উৎসর্গ পত্র।

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র গোস্বামী

দাদা মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু—

অগ্রজ !

আমার প্রতি আপনার স্নেহ ও যত্ন অসীম। সেই সাহসে আমার এই প্রথম রচনা-কুসুম দশরথের মৃগয়া নামক ক্ষুদ্র নাটক খানিকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

স্নেহাস্পদ

অনুকূল

শোভাবাজার

৪২ নং নন্দরাম সেনের গলি।

১ বৈশাখ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

দশরথ ... ... অযোধ্যার অধিপতি

বিদূষক।

সারথি।

অন্ধ ... ... মুনি।

সিন্ধু ... ... অন্ধমুনির পুত্র।

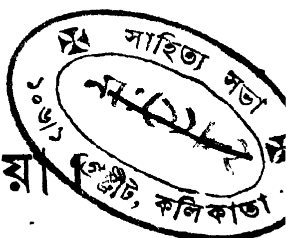
ভৃত্যগণ।

কৌশল্যা ... ... দশরথের মহিষী।

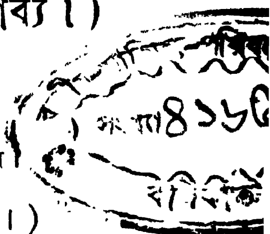
অন্ধমুনিপত্নী।

সখীগণ।

দশরথের মৃগয়া।



(পৌরাণিক দৃশ্য কাব্য।)



প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—রাজোদ্যান।

(দশরথ ও বিদূষক।)

দশ। চিত্তের বিকার,
সহসা বিকার!
পশিছে মানসে,—
না জানি কারণ!
সেই তো প্রসূন,
সেই তো মুকুল,
সেই পত্র ফল,
এখনও এখনও
হাসি রাশি তুলি
শোভিছে অতুল;
সেই বিহগ কাকলি,
সেই মধুমত্ত অলি,

সেই রক্তকণ্ঠ কোকিল গায়ক
কল স্বরে স্বনিছে পবনে !
অক্ষম সকলে কিন্তু তুষিতে আমায়।
বিদূ। তপন চাচা লোক্‌টি ভাল।
কালোর বদল করে আলো॥
কিন্তু যারা ঘুমোয় কোলে।
সোণার গায়ে পদ তুলে॥
তুলোর গদ্দিই হেলে দুলে।
কাটায় রাতি তাবিজ মলে॥
মরে তারা মনের ক্ষুধায়।
পলে পলে আপন হারায়॥
দশ। কি বিষম !
বাণসম বচন সন্ততি
প্রহারিছে হিয়া !
সুধামাখা কথা
গরলে পূরিত যেন !
শ্রবণ-সুভগ বটে
মানস-মোহন নহে ;
কেমনে হইবে চিত্তের স্ফূরণ ?
বিদূ। হয়ির কথায় হয় বাসে।
ওতুর কথায় ওতু রোষে॥
পায়ে পায়ে মারামারি।

কামড় আঁচড় হুড়া হুড়ি ॥
সুখের আঁচড় হলে পরে।
কামড়ে সুখ মিল্‌তে পারে ॥

দশ। বিদূষক! বল বল
যদি পার করিতে উপায়,—
কেমনে হইবে মনের উল্লাস?

বিদূ। সখে!
সখের বাগান চল তবে।
সখীদলে সুখ দেবে ॥
রূপে চোক্ ঝল্‌সে যাবে।
রসে রসে ভেসে যাবে ॥
গন্ধে নাক ভোঁতা হবে।
সুখ স্পর্শে পরশিবে।
শব্দে কান কালা হবে ॥

দশ। সখে বেশ কথা!
চল যাই পরীক্ষিতে শব্দভেদী বাণে!
যাও ত্বরা সারথি সমীপে,
বল তারে সাজাইতে রথ!
যাইব অচিরে
মৃগয়ার তরে!

বিদূ। (স্বগত) এই গো!—ঘরে হোলনা
এই বার জঙ্গল নিয়ে টানাটানি।

অনেক মিষ্টি খেয়ে সখার আমার
তেতুঁল খেতে সাধ গ্যাছে।
এই বার মৃগয়ায় যাবেন বৈকি।
আমরা ব্রাহ্মণের সন্তান
আমাদের অলোচাল কলাই ভাল!
ও'দের সকল দিকেই সুখ!
শিকারেও সুখ
আর্ কলার প্রসাদেরও সুখ।
'রাজার হাল স্বর্গে বয়—'
(প্রকাশ্যে)—
তা আপনি যাবেন শিকারে
আমি থাক্‌বো কি কোরে।

দশ। একি কথা!
তুমিও যাইবে মোর সাথে।

বিদূ। আমি আর ক্যান!
আমি এই খানেই থাক্‌বো।
আপনি এসে আমাকে
এই থানে দেখতে পাবেন।
আচ্ছা কখন ফিরে আস্‌বেন?

দশ। তোমায় ছাড়িয়া
কভু না যাইব আমি।

বিদূ। আমি আর ক্যান শিকার হব !
আপনিই যান্।
আমি গেলে খাবে কি ব্রাহ্মণী ?

দশ। চল চল মৃগমাংস দিব।

বিদূ। না বাবা মৃগমাংস আমার মাথায় থাক্।
আর ক্যান গরিবের ছেলের
গলায় পা দিয়ে মারবেন।
ব্রাহ্মণী হুদিন উপবাসিণী
তার উপরে হরিং মাস দিলে
আপনার বয়স্যকে আর খুঁজে পাবেন না।
আর আপনার অভিপ্রায় বোঝা গ্যাছে।
সেওতো পাঁচ ছেলের মা
তাকে নিয়েই বা কি কোর্‌বেন ?
তবে যদি নিতান্তই চান,
আমাকেই বলুন না কেন আমি এনে দিচ্চি।

দশ। দূর্ হও পাপ !
একি অনাচার কথা !
যাও শীঘ্র সারথি সমীপে
বল গিয়া সাজাইয়া রথ
আনিতে তোরণ পুর ভাগে।
যাই আমি অস্ত্রাগারে।
যাও শীঘ্র বিলম্ব কোর না।

বিদূ। আজ্ঞে তা আবার বোল্‌তে ;
ঝড়ের আগে বাতাস তুল্‌তে
খুব মজ্‌বুৎ আমি।

(উভয়ের উভয় দিক দিয়া প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য—অন্তঃপুরস্থ গৃহ।

(অন্যমনে কৌশল্যা উপবিষ্টা।)

(সখীগণের প্রবেশ।)

গীত।

সখীগণ।

কেন সখি নীল নলিনী নয়নে,
ফেলিছ নীর আকুল প্রাণে।
ফুল্লমুখে নাহি হাসি,
মেঘে ঢাকা সম শশী,
আলু থালু কেশপাশ আবরিছে বদনে।
কেন বা বিষাদ ছবি হেরি বিধুবয়ানে।

গীত।

কৌশল্যা।

সবে মনোদুঃখ শুন লো সঙ্গিনী!
যামিনীর নিদ্রা ঘোরে, অশুভ স্বপন হেরে,
কাঁদিতেছি নিরন্তর হয়ে পাগলিনী।
স্বপন-অনলে প্রাণ, দহিতেছে প্রতিক্ষণ,
অবলার প্রাণ কাঁদে কহিতে সে কাহিনী।

গীত।

সখীগণ।

নিশার স্বপন অসার বালা,
মানসে বিকাশ মনের খেলা।
বিধবা ললনা, ভূষণ শোভনা,
প্রেম খেলা খেলে ঘুমের বেলা।
বাহার বিলাসে, তোষলো প্রাণেশে,
আসিছে ঘুচাতে প্রাণের জ্বালা।

(সখীগণের প্রস্থান।)

(দশরথের প্রবেশ।)

দশ। একি প্রিয়ে!
এক দৃষ্টে শূন্য মনে
কি ভাবিছ কহতা আমারে।

গোলাপের কান্তি
কি লাগিয়ে এ হেন মলিন ছবি,
কহ প্রাণময়ি !

কৌশ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া)
নাথ !
নিশিযোগে হেরে কুস্বপন
কিছু নাহি লাগে মনে।
এ কি !
ভূষণে সজ্জিত কায়,
সমর ভূষণ —অস্ত্র সাথে ;
সমর কি উপস্থিত প্রভু ?
কহ এ দাসীরে ;
কহ নাথ কোথা যাবে
হেন সাজে সাজি !

দশ। প্রিয়ে !
সমর নাহিক কোথা,
সমরে যাবনা ;
যাব আমি মৃগয়ায় এবে।

কৌশ। নাথ !
এ দাসীর কথা রাখ,
মৃগয়ায় ক্ষান্ত দাও
ধরি দুটি পায় !

তব কাছে গোপন আমার
হয় প্রভু অধর্ম্ম সঞ্চার ।
হেরিলাম ভীষণ-স্বপন,—
বসুমতী কাঁপিছে সঘনে,
রুষিয়া পবনদেব
গিরি চূড়া ফেলিছে সুদূরে ;
মূল সহ তরুবরে পুনঃ
করিছে ভূতলে ক্ষেপ ।
ভৈরব নিনাদ করি সাগর জীবন,
উত্তাল তরঙ্গ তুলি
অট্টহাসি ছোটে নভোপানে ।
নিজ নিজ কক্ষ ছাড়ি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী
পড়িতে লাগিল খসি ।
কবরী এলায়ে মম হোল আলুথালু ;
ছিন্ন ভিন্ন হোল পুষ্পমালা ।
মুকুতার কণ্ঠহার
সূত্রসার হইল তখন ।
স্পন্দহীন হস্ত পদ ;
নাভিগ্রন্থি হইল শিথিল !
ধূলি ধূসরিত
তব আভরণ শিরস্ত্রাণ মুকুট রতন !
উল্কাপাত হতেছে সঘনে !

তমসা বসনা রজনী সুন্দরী
ডুবায়েছে নগর নগরী
অতল সাগরে।
আর কত হিংস্র প্রাণী
খেদাইয়া আইল গ্রাসিতে!
শ্বাপদের গ্রাস হোতে আমি
রক্ষা হেতু হায় তব পাশে
যেমতি যাইব ছুটি;
জড়াইয়া পদে পদে
গেনু পড়ি ভূতল উপরি;
দেখিলাম আঁধার প্রদেশ
অভাগীর জীবন জীবন
মিশে গেছে হায়রে তিমিরে!

(কণ্ঠাবরোধ।)

দশ। আদরিণি!
যামিনীর স্বপ্ন কভু সত্য নাহি হয়;
নিশার স্বপনে লোকে
রাজ্য পায় রাজা হয়,
কভু রাজ্য হারা।
কভু দেখে,——
নন্দন কাননে, অপ্সরীর সনে,
মুরলী মোহন বীণা সাথে

হাসে গায় নাচে সুখে করতালি দিয়া !
কখন বা স্বর্গ-রাজ্যে
দেবগণ সাথে,
করে কেলি আনন্দেতে মাতি।
আবার কখন দেখে,—
নরকের গাঢ় অন্ধকারে,
——ভয়ানক বিভীষিকা,——
ভূত প্রেত পিশাচ সকলে,
অট্টহাসি আসে খেদাইয়া !
কালান্তক ভীম উৎপীড়নে,
হইয়া অস্থির প্রায়
রক্ষা হেতু—নিদ্রিত মানব,—
উৎকট চীৎকারি জাগ্রত হইয়া,
দেখে পুনঃ পার্শ্বে নিজ নারী !
স্বপ্ন কোলে নিদ্রিত মানব
কত খেলা খেলে তাকি জাননা সুন্দরি ?
সামান্য স্বপন দেখি
কেন এত আকুলিত প্রাণ ?
ফুল্লমুখি !
দেহলো বিদায় এবে তব দশরথে।

কৌশ। হায় নাথ !
এ অভাগী বিহনে তোমার

কেমনে থাকিবে বল মোরে ?

দশ। মুহূর্ত্তে ফিরিব আমি ;
কোথা তব সঙ্গিনী সকল ?

কৌশ। গেছে তারা নিকুঞ্জকাননে।

দশ। আসি তবে এবে।

কৌশ। যাবে দাসী নিকুঞ্জকাননে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য—উদ্যান সন্নিহিত পথ।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। মহারাজ তো মৃগয়ায় চল্লেন্,
আমি এখন কোন্ গয়ায় যাই ?
আমার তো ভাঙ্গা কুঁড়ে ভিন্ন
মৃগয়ার জায়গা দেখ্তে পাইনি।
কিন্তু আবার মহারাজের সঙ্গে না গেলে
তিনি আবার তাড়িয়ে দেবেন ;
তা হলে পরে এই উদরটীর জ্বালায়
হাম্বা হাম্বা করে ছুটে বেড়াতে হবে।
বাকড়াগ্নি একবার প্রজ্জ্বলিত হোলে
নিদেন এক মোণ চাল না দিয়ে,

কার সাদ্দি যে তাকে ঠাণ্ডা করে ;
আমি তো পারিনি।
আমার দেখ্‌চি সেই,—
এ গুলেও নিব্বংশের ব্যাটা,
আর পেছুলেও নিব্বংশের ব্যাটা।
যদি মহারাজের সঙ্গে যাই
তবে ব্রাহ্মণীর মুড়ো ঝ্যাঁটা ;
আর যদি মহারাজের সঙ্গে না গিয়ে
ব্রাহ্মণীর কাছে যাই,—
তা হলে পরে সুদ্দু তাড়িয়ে দিলে বাঁচ্‌তুম!—
তা নয় আবার শূলে বোস্‌তে হবে।
যা হোক্‌ ব্রাহ্মণীর দুঘা ঝ্যাঁটা খেতে পারি,
কিন্তু বাবা সেই বার হাত শূল
আমার চোদ্দ পুরুষের কর্ম্ম নয়!
সে শূল মনে হলে পরে
মুকের থুতু সুদ্দো শুকিয়ে যায়
যাই হোক্‌, যদিই মহারাজের সঙ্গে
নিতান্তই যেতে হয়,
তা হলে কি কি জিনিস পত্তোর গুলোচাই
একবার মনে করে দেখি দিকি।
(ঊর্দ্ধ মুখে চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ হোয়েচে।
মহারাজতো ঢের অস্‌তোর শস্‌তোর

নিয়ে যাবেন ;
কিন্তু আমি কি নিয়ে যাব ?
যদিই পাহাড়ে ইঁদুরটা মিছুরটা
তাড়া ফাড়া করে,
তখন্‌তো প্রাণ বাঁচান চাই !
আচ্ছা তখন মহারাজের কাছ থেকে
একটা কিছু চেয়ে টেয়ে নোবো।
পারৎ পক্ষেতো যাবই না।
ঐ যে সারথি যাচ্চে না ?
সারথি তো বটে।
(চীৎকার করিয়া) ও সারথি !— সারথি !
সারথি হে !——

নেপথ্যে। কি হে ?——

বিদূ। শোন শোন।

(সারথির প্রবেশ।)

বোলছিলুম্ কি মহারাজ মৃগয়ায় যাবেন ;
তাই তিনি তোমাকে
রথ নিয়ে আস্‌তে বোল্লেন্।

সার। কে কে যাবে ? তুমি আর রাজা ?

বিদূ। না বাবা ! আমি যাব না।
শিকার কোত্তে যাওয়া নয়তো

শিকার হোতে যাওয়া।
ঐ মহারাজ আস্‌ছেন।

(দশরথকে আলো ধরিয়া কএকজন
ভৃত্যের প্রবেশ ও ভৃত্য-
গণের প্রস্থান।)

দশ। সারথি! কোথায় রথ?
সার। (প্রণিপাত পূর্ব্বক) মহারাজ!
এইমাত্র এ দাস সংবাদ পেলে।
দশ। যাও সত্বরে আনহ রথ
বিলম্ব কোর না।
সার। এ দাস চিরদিন আজ্ঞাধীন পায়।
(প্রস্থান।)
বিদূ। মহারাজ!
সারথি কি একলা রথ নিয়ে আস্‌তে পার্‌বে?
ও একলা পারবে না কো,
আমি ওর সঙ্গে যাই।
দশ। যাইবার নাহি প্রয়োজন তব,
নিজ প্রয়োজন মত হও প্রস্তুত।
বিদূ। আজ্ঞে হ্যাঁ প্রস্তুত ছেড়ে ভয়ানক অপ্রস্তুত।

(এক ভৃত্যের প্রবেশ ।)

ভৃত্য । মহারাজ !
তোরণ সম্মুখে রথ উপস্থিত ।

দশ । রথ উপস্থিত, চল তবে বিদূষক ।

বিদূ । (যোড়করে) মাপ্ কোরবেন্ মহারাজ ।
গরিব আমি ; বড় ভয় করে বনে যেতে ।

দশ । না না চল চল কি ভয় তোমার ?
বহুদূর কানন প্রদেশ ;
মূক প্রায় যাইব কেমনে ?
সঙ্গীর অভাবে হবে আনন্দ অভাব ।

বিদূ । চলুন্ তবে ।
(স্বগত) ব্রাহ্মণীর ঝাঁটার চোটে
পিঠে দেখছি কিছু আর থাকবে না

(সকলের প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—কুটীর সন্নিহিত কানন।

(ঝড় বৃষ্টি ঘন ঘন মেঘ গর্জ্জন।)

(গীত গাহিতে গাহিতে সিন্ধুর প্রবেশ।)

গীত।

ঘোরতর মেঘে হায় ঘেরিল গগণ।
আঁধার সাগরে ধরা হোল নিমগন॥
চলিতে চরণ বাধে, বিধি বাম বাদসাধে,
গভীর কানন মাঝে হারাই জীবন।
কাল মেঘমালা কোলে,সৌদামিনী অগ্নি খেলে,
আতঙ্কে প্রাণ শিহরে ;—চলে না চরণ॥

জন শূন্য নিবিড় কানন,
অনন্ত বিটপীশ্রেণী আছে দাঁড়াইয়া ;
ঘোর অন্ধকার, তাহে প্রাবৃট সময়,
বৃষ্টি কভু চপলা আলোকে
কাঁদাইছে হাসাইছে তরুলতাগণে !
বন পথ গেছে ডুবে,
কোথা যাই, কোথা পাব
ফল-মূলাবলী !

ওহো!—কি ভীষণ বজ্রাঘাত!
ভয়ে সদা সশঙ্কিত প্রাণ!
হে বারিদ! ক্ষান্ত দাও
এ মোর মিনতি তব পায়,
অন্ধপিতা মাতা মম
তিন দিন আছে অনাহারী
ভিখারীর প্রতি দেব কেন বিড়ম্বনা!
অবোধ সন্তান তব
এক ভিক্ষা করিল প্রার্থনা
বঞ্চিত করিলে তাহে দেব।
ওহো প্রাণ ফেটে যায় মম!

নেপথ্যে। ও সিন্ধু!

সিন্ধু। হায় রে!
ক্ষুধায় আকুল হোয়ে জননী আমার
ডাকিছেন বারে বার।
সুধিবেন যবে মোরে
কিবা ফল মূল বাছা এনেছিস আজি?
কি কব তাহারে আমি হৃদি ফেটে যায়
অন্তর্যামী দয়াময়!
অবোধ সন্তানে নাথ কর দয়াদান্!

নেপথ্যে। ও সিন্ধুরে!

সিন্ধু। হায় হায়!

কেমনে উত্তর দিই
কেমনে বা যাই শূন্য হাতে !
কিন্তু এবে,
বারে বারে ডাকিছেন জননী আমায় ;
না পেলে উত্তর মম ;—
গভীর কানন তাহে প্রকৃতি বিপ্লব ;
অমঙ্গল সদা ভাবিবেন্।

নেপথ্যে। ও সিন্ধু !

সিন্ধু। জননি গো! আছি আমি হেথা।

নেপথ্যে। কাজ নাই ফলে মূলে বাপ
এস তুমি ঘরেতে ফিরিয়া।

সিন্ধু। যাই মা গো যাই।
না পাইনু একটি মাত্র ফল,
কি বলিয়া শূন্য ডালি দিব হাতে তুলি !
হায় হায় যাইতে না পদ সরে,
ইচ্ছা হইতেছে যেন এই স্থানে থাকি ;
আর নাহি যাই ঘরে ফিরে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য—কুটীর।

(অন্ধমুনি, সিন্ধুর মাতা ও সিন্দু।)

অন্ধ। প্রাণাধিক সিন্ধু গুণাকর!
কি আনিলে দেহ ত্বরা মোরে।
সিন্ধু। হায় পিতঃ! কি আর বলিব আমি
সমস্ত কাননময় পাতি পাতি করি
অন্বেষণ করিলাম,
না পাইনু একটী মাত্র ফল!
সি-মা। সিন্ধু! বাপ্ আমার জীবন রতন!
ননীর পুতুল তুই ;—
অন্ধকার ঘোরা রজনী,
তাহে পুনঃ প্রাবৃট সময়,
শিশুর শরীর তোর বাছা,—
কত কষ্ট সবে যাদুমণি?
থাক্ আজ বাপ্ আমার ;
প্রভাতে দেখিও হয় যাহা।
অন্ধ। বৎসরে!
অদ্য মোরে জল কুম্ভ লয়ে,
এ কটু মাত্র জল দেহ আনি ;
প্রাণ যায় তৃষ্ণায় আমার!
সি—মা। নাথ!
ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত!

আর কত হিংস্র প্রাণী করে বিচরণ,—
অমঙ্গল কাননে সদাই ;
সেই চিন্তা সদা মনে হতেছে প্রবল!
তে কারণ সিন্ধু ধনে আমি,
কাননে যাইতে করি মানা।

অন্ধ। কোন চিন্তা নাই প্রিয়ে
অসম্ভব ভাবনা নিচয়ে
বিসর্জ্জিয়া অতল সাগরে,
প্রমুদিত প্রাণে দাও সিন্ধুরে বিদায়।
শক্তি নাই কহিবারে কথা ;
পিপাসায় হৃদয় আমার
মরুভূমি সম শুষ্ক হইয়াছে!
সিন্ধুরে! লয়ে এস বারি,
বারি দানে প্রাণ দান কর যাদুমণি!

সিন্ধু। জননি গো!
কেন তুমি ভাব অমঙ্গল ?
দাও মা বিদায়, আনন্দিত প্রাণে ;
পলকে ফিরিব বারি লয়ে।

সি—মা। সিন্ধুরে!
তুই বাছা অন্ধের নয়ন,
ক্ষণ কাল এ কুটীর ছাড়ি,
যাও যদি বনে যাদুমণি ;

যতক্ষণ মা বলে না ডাক অভাগীরে,
ততক্ষণ ভাবি মনে মনে,
হৃদয়ের মণিহার মম,
দুজনার জীবন জীবন,—
গভীর গহন মাঝে
হারাই বা অমূল্য রতন।
শ্বাপদ নিনাদ পশিলে শ্রবণে,
কেঁদে উঠে ব্যাকুল পরাণ,—
কাননেতে যাও যবে ফল আহরণে!
আজি হায় কেমনেরে বল্,—
হেরি হেন ঝটিকার উগ্রতেজরাশি,
আমি তোরে পাঠাই কাননে!

সিন্ধু। কি লাগি জননী তুমি ভাব অকারণ?
সত্য বটে এ কানন শ্বাপদ-সঙ্কুল:
সত্য বটে
ধ্বান্তময়ী যামিনীর অন্ধকার কোলে,
পদে পদে অরণ্য মাঝারে,
প্রাণান্তক বিপদের রাশি,
ধাইছে গ্রাসিতে বিদ্যুতের বেগে
ভাগ্যহীন মানব নিকরে।
কিন্তু মাতঃ কহ মোরে,—
বন-বাসী ঋষিতনয়ের

কি করিবে হিংস্র জন্তুগণে ?
আর মাতঃ অশনী পতন,
বৃষ্টিপাত, জলদ গর্জ্জনে,
চরণ কৃপায় তব না ডরাই আমি।
যে তেজে তেজস্বী আমি
সাধ্যকার পরশে আমায় ?
রক্ষিবেন কৃপাসিন্ধু অনাথ-বান্ধব।
মুহূর্ত্তে ফিরিব বারি লয়ে।

অন্ধ। প্রিয়ে !
কুমারে পাঠাও ত্বরা
জল আনয়নে ;
এ হেন সময়ে দণ্ড দুই বিলম্বিলে,
প্রাণ বায়ু হবে বহির্গত !
নিরস রসনা হায় সলিল অভাবে।

সি—মা। একান্ত যাইবি বাছা তবে ?

সিন্ধু। ক্ষণতরে দাও মা বিদায়,
নিমেষে সলিল আনি
প্রণমিব পদে।

সি—মা। দেখো তবে যেও সাবধানে।
দেখো ত্রিলোচণি জগৎ-জননি দয়াময়ি !
দেখো ওহে বনবাসী তরুলতাগণ !
চন্দ্র সূর্য্য আলোক মণ্ডল,

গ্রহ উপগ্রহগণ,
সাগর-কন্দরবাসী দেবতা সকল
অনন্ত-বিমানচর যে আছ যেখানে,
দিবা কিম্বা নিশীথ বিহারী,—
সকলের সন্নিধানে,
দুজনার জীবন রতন,
সিন্ধুধনে সমর্পিনু সবে ;
রক্ষিও তনয়ধনে ।

(সিন্ধুর প্রস্থান ।)

অন্ধ । এস সিন্ধুয়ারি লয়ে তবে
রহিলাম আশা পথ চেয়ে ।



তৃতীয়দৃশ্য—কানন।

(গাত গাহিতে গাহিতে সিন্ধুর প্রবেশ।)

গীত।

রাখ প্রভু দীনে, রাখগো চরণে,
আমি যে অবোধ, না জানি নতি।
বড় আশা করে, কানন মাঝারে,
ফিরি ঘন ঘন ; ফিরাও যদি হে !—
প্রবেশি জীবনে, নহে হুতাশনে,
ত্যজিব জীবন ওহে শ্রীপতি।

প্রকৃতি বিকৃতি হায় অদৃষ্টের গুণে !
চঞ্চলা চপলা বাহিরিছে ঘন
ঘনাম্বরে এবে আলোকিত করি !
গভীর নিস্বনে,—
প্রবল প্রতাপে প্রভঞ্জন,
ধরি কেশে যথা তরুবর শিরে
নিক্ষেপিছে ভূতল উপরি,
গন্তব্য রোধিতে অভাগাব !
তাহে ধারা বিন্দু বিন্দু ঝরি
তমিশ্র বর্দ্ধন ক্ষণে করিতেছে !

নাহি জানি
কেমনে যাইব সরযূর কুলে!
বোধ হয় বারি আনয়নে
প্রয়াস আমার না হবে সফল!
হা বিধাত! এই কি বিচার?
অন্ধ পিতা অন্ধ মাতা মম,
জ্বলিতেছে উভে জঠর অনলে,
পারি নাই ফল আনয়নে
নির্ব্বাপিতে সে অনল!
তাহে তৃষাতুর পিতা
শুষ্ক কণ্ঠ ওষ্ঠাগত প্রাণ;
বারি বিনা মুহূর্ত্তেকে হারাবে জীবন!
ওঃ! কি পাপিষ্ঠ আমি;
'বারি বিনা পিতা হারাবে জীবন',—
তথাপিও আমি ঝঞ্ঝাবাত ভয়ে
বিলাসির মত ভ্রমিতেছি পথে!
প্রভঞ্জন! কি করিবি তুই?
বজ্র! তোরে আমি ভ্রূক্ষেপ না করি।
পাদপ নিচয়! ছাড় পথ মম।
যা তোরা দূরে যা,
যাই আমি স্বকার্য্য সাধনে।

(প্রস্থান।)

(দশরথের প্রবেশ।)

দশ। একে এই ভয়ানক অন্ধকার!
তাহাতে আবার
অজস্র বৃষ্টির ধারা,—
বজ্রপাত ভীম গরজন!
অন্ধকারে কেমনে করিব সন্ধান!
বেশ কথা,—শব্দভেদী বাণে,
বৃক্ষ অন্তরালে থাকি শব্দ অনুমানে
সংহারিব শ্বাপদ নিকরে;
যাই এবে গভীর কাননে।

(গমনোদ্যত।)

(ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বেগে
বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। মহারাজ! গরিব ব্রাহ্মণ বধ হোল!
বাবারে কি বেয়াড়া জঙ্গল!
এই বজ্জোর পড়্‌লো মাথায়!
ও সখা! ও বাবা!
ভূতের মতন কি দৌড়ে পালায়!
মধুসূদন! সার্‌লে এবার?
হা ব্রাহ্মণি!—
আজকের জন্যেই ছিলুম আর কি আমি।

দশ। বয়স্য কি ভয় তোমার
উপস্থিত থাকিতে এখানে আমি ?

বিদূ। না মহারাজ,
আমি গরিবের সন্তান ;
এক ব্রাহ্মণী ছাড়া
পিণ্ডি দিতে কেউ নেই আমার।
আমি বাড়ী ফিরে যাই,
আর আমার মাংসে কাজনেই।

দশ। (স্বগত) ব্রাহ্মণ ভয়ানক ভীতু ;
মৃগয়ায় আনন্দ যে কিবা
নাহি জানে,—নাহি পায় বিকাশ মনেতে,
মৃগয়া বিহারী বিনা।
(প্রকাশ্যে) কেমনে যাইবে বল
সঙ্গীর অভাবে ?

বিদূ। মহারাজ গো ছেড়ে দাও আমায় ;
তিন্ লাপেতে জঙ্গল পার হয়ে
গরীবের ভাঙ্গা কুঁড়েয় যাই।
জন্তু মারায় যত সুখ
জান্লুম আজ তাই।

দশ। আচ্ছা যাও ;—কিন্তু—

বিদূ। আর কথা থাক্।
মহারাজ পেন্নাম আপনাকে,

চমকে আমি ;
কাল্‌কে আবার আস্‌বো মৃগয়ায়।
(প্রস্থান।)

দশ। অবিশ্রান্ত ঢালি জলধারা
বারিদ দিইলা ক্ষান্ত এবে ;
কিন্তু এখনও ভীষণ গরজী,—
চঞ্চলা চপলা,
তাকাইছে ক্রোধ ভরে,
এ বিশ্বের পানে।
একি একি ! অস্ফুট আলোক !
কোথা হতে হল হেন রূপ ?
ঐ যে জলদের আড়ে হেরি শশী ;
আহা মরি !—
কি সাজে সেজেছে এবে স্বভাব সুন্দরী।

নেপথ্যে। মহারাজ !
নীকট বরাহ হাতে বয়স্য তোমার
ত্যজে প্রাণ !—ওহো রাজা প্রাণ যায় !

দশ। একি ! একি শুনি !

নেপথ্যে। ওহো ! প্রাণ যায় !

দশ। বয়স্যের আর্ত্তনাদ হইতেছে জ্ঞান !
আসে শব্দ এই দিক্‌ হোতে ;
যাই দেখি রক্ষা করি তারে ?

ভয় নাই ভয় নাই বয়স্য তোমার।

(প্রস্থানোদ্যত।)

(বেগে বিদূষকের পুনঃ প্রবেশ।)

কি কি, কি হোয়েছে বয়স্য তোমার ?
ঘন ঘন বহিছে নিঃশ্বাস
কহ সত্য বিশেষ কথন।

বিদূ। মহারাজ !
তেদেঁতে বরাহ এক ব্যাটা
মাতার ওপর দাঁত উচুঁ করে,
এল তেড়ে পেছনে আমার ;
যেন এক্‌টা বড় হনুমান।

দশ। বন্য পশু কাননে সদাই
করে বিচরণ ;
সামান্য বরাহ হেরে তব
আতঙ্কে শুকালো শরীর ?

বিদূ। মহারাজ !
বন্য পশু হলে পরে ভয় করি কি আমি ?
সে যে বরাহ বানর।
যাই হোক্ মহারাজ
আমার বড় পিপাসা পেয়েছে ;
দয়া করে আপ্‌নি আমায়
রথে রেখে আস্‌বেন চলুন্।

দশ। আচ্ছা চল তবে রথে রেখে আসি।

বিদূ। বাঁচলুম্ বাবা ;
দণ্ডবাত মৃগয়ার পায়।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য—কাননের অপর পার্শ্ব।

(দশরথের প্রবেশ।)

দশ। একি, কোথায় আইনু আমি!
কোথা গেল কুরঙ্গ আমার?
কি আশ্চর্য্য!—ধরি কুরঙ্গের রূপ,—
মায়াবী কি কোন
আইলা ছলিতে মোরে?
এ গভীর কানন প্রদেশে,
হায় যথা মরুভূমি মাঝে
তৃষাতুর পথিক ব্যাকুল ;
লুব্ধাশ্বাসে নেহালিয়া মরীচি হরিণী,
ভ্রমিতেছি মুগ্ধ প্রাণে ;—
পদে পদে প্রবঞ্চিত হোয়ে!
ক্ষণে দরশন, ক্ষণে তিরোধান,
মেঘাম্বরে সম সৌদামিনী,
খেলিতেছে বন উপবনে ;
ঐ বুঝি! ঐ বুঝি!

আসিয়াছে পুনঃ ;
দেখিব এবার কোথা হয় লুক্কায়িত।
(হরিণের অনুসন্ধান।)
একি বিড়ম্বনা।
এ ঘোর বিপিনে,
ক্ষণদার অন্ধকার কোলে,
বুঝি দেবযোনি কোন,
অকালে নাশিতে প্রাণ মম,
ক্রমে ক্রমে গভীর গভীরতর বনে
লইতেছে মোরে !
আসিয়াছি শিকার করিতে,
কিন্তু কার্য্যারম্ভ অশিব জড়িত ;
হইবে কি কোন অশিব ঘটন ?
যাই ফিরে গেহে,
প্রয়াসেতে জলাঞ্জলি দিয়া
মনোগতি ক্রমে হতেছে অস্থির।
(মাতঙ্গের জলপান সদৃশ শব্দ।)
একি শব্দ শুনি !
পুনঃ স্থির ! (শব্দের নিস্তব্ধ হওন।)
বুঝিয়াছি স্থির
জীবন আলোক নির্ব্বাপিত প্রায় !
কেন বা আইনু

ঘোর নিশাযোগে,
পশ্চাতে ফেলিয়া প্রাণ সমা প্রিয়া
প্রাণের দোসর আত্মীয় স্বজনে ;
অসময় গণি গেল চলি তাই
প্রাণ সখা পরম বান্ধব ;
কোন পথে যাব ফিরি
তাহাও না জানি।

(পুনঃ জলপান শব্দ।)

পুনঃ শব্দ সেই !
কোন দিকে আসিতেছে
বুঝিতে না পারি। (অধিক শব্দ।)
ক্রমে শব্দ বিপুল হতেছে।
একি চিত্তের বিভ্রম মোর ?
না না ; —
বুঝি কোন দন্তী মহাবল,
সরযূ সলিলে কুম্ভদেশে
সিঞ্চিয়া শীতল করিতেছে দেহে।
বেশ কথা ; যা থাকে ললাটে,
আনিয়াছি শব্দভেদী বাণ
পরীক্ষা মানসে ;
শব্দ অভিমুখে করিব ক্ষেপণ।

(বাণ যোজনা ও বাণক্ষেপ।)

নেপথ্যে। ওহো! হৃদি ফেটে যায়!
কে হানিল শেল।
প্রাণ যায় মম!
কোথা পিতঃ! কোথা মাতঃ!
নিঠুর ব্যাধের শরে
হায় প্রাণ যায়!

দশ। একি! একি!
আর্ত্তনাদ! কি বিষম
হানিয়াছি শর মানব হৃদয়ে!
কি পাষণ্ড আমি!
কালান্তক মত বধিলাম কারে?
যাই দেখি।

(বেগে প্রস্থান।)

পঞ্চমদৃশ্য—সরযূতীর।

(বক্ষে শর বিদ্ধ সিন্ধু পতিত।)

সিন্ধু। ওঃ! প্রাণ যায়!
হায় হায়! কেরে তুই হানিলি
বিষম শেল!
ওহো! জলে হৃদি শরের দহনে!
পিতা গো!

সিন্ধু তব যায় আজি ত্যজিয়ে তোমায় ?
ওঃ! কেরে তুই প্রাণ হন্তারক!

(দশরথের প্রবেশ।)

দশ। একি একি!
হায় হায় কি করিনু এবে!
বিনা দোষে বধিলাম তাপস কুমারে ?
কি ঘোর নারকী আমি!
ভাইরে কে তুমি ?
নিবাস তব কোথা ?

সিন্ধু। ওঃ প্রাণ যায়!—
কোন মহাভাগ তুমি
জিজ্ঞাসিছ মম বিবরণ ?
কি আর কহিব আমি
অন্ধ পিতা অন্ধ মাতা মম
পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ!
পিপাসা শান্তির তরে তাঁর
এসেছিনু বারি লইবারে।
জলকুম্ভ নিমজ্জিলে জলে
কাল রূপ শরে,—
বিন্ধিয়াছে হৃদয় আমার।

মহাভাগ! যদি কৃপা করি
প্রাণদান করেন আমার
তুলি এ বিষম শর হৃদয় হইতে;
লইয়ে জীবন হায় কিছু
শুষ্ক-কণ্ঠ-অন্ধ-জনকেরে
প্রদানি জীবন।
কে আপনি বলুন্ ত্বরায়।

দশ। (স্বগত) হায় হায়
নিঠুর কিরাত মত
তাপস তনয় হৃদে হানিয়াছি শর;
দেখে হৃদি ফেটে যায়!—
কেমনে তা বলি?
কেমনে বা দিই পরিচয়?
কিন্তু হায় কাল ব্যাজ
সম্ভবে না এবে।
(প্রকাশ্যে) কি আর কহিব।
আমি রাজা দশরথ,
আসি এ অরণ্য মাঝে মৃগয়া কারণ,
জল কুম্ভ শব্দ হায় পশিলে শ্রবণে,
মাতঙ্গের জলক্রীড়া মনেতে গণিয়া,
শব্দ অনুমানে, শব্দভেদী বাণে,
বিন্ধিয়াছি হৃদয় তোমার।

সিন্ধু। ওহো।—

মহারথ দশরথ!
তাপস-তনয়-প্রাণ হরিলেন এবে।
রঘুপতি! আপনার মত
মহাবল যুত পুরুষ রত্নের
বাণ পরীক্ষার স্থান,—
সামান্য এ বালক হৃদয়!
ক্ষতি নাই
যদি আমি ত্যজি প্রাণ এবে,
কিন্তু হায় ত্যজিলে জীবন,
বিহনে আমার
অন্ধ পিতা মাতা মম,
অমূল্য-রতন-প্রাণে,—
করিবেন বিসর্জ্জন অতল সাগরে!
মহাভাগ! একবার মানস নয়নে
বিবেচিয়া দেখুন আপনি,
করেছেন কি কুকার্য্য এবে!
হায়রে আপনি মম
পিতা মাতা মৃত্যুর কারণ!
আর এক দুঃখ মম
রহিল মরমে,
তৃষাতুর জনকে আমার

প্রদানি সলিল হায়
না পেনু করিতে শান্ত
পিপাসা তাঁহার!
আরও এক দুঃখ রঘুপতি!
এ অন্তিমে পিতা মাতা শ্রীচরণ
না পেনু দেখিতে!
হায় যদি একবার
তাঁহাদের আমি,
স্পর্শিয়া চরণ পদ্ম
করিবারে পারি
জীবনের শেষ সম্ভাষণ,
তাহ'লেও করি মনে সার্থক জীবন!
কিন্তু হায়
আশা মম দুরাশা বিশেষ!
ওঃ! যাতনা ক্রমে হতেছে প্রবল।
চক্রাকারে ঘুরিতেছে
দশ দিশি নয়নে আমার!
রঘুপতি!
একটু মোরে বারিদান করি
রাখ প্রাণ!—ওঃ!—

দশ। (স্বগত) ছিছি ছিছি! কুলাঙ্গার আমি!
রঘুরংশ-গৌরব-মিহিরে,

ডুবাইনু কলঙ্ক সাগরে!
প্রভাকর-প্রভব-কুলে
করিলাম কলঙ্ক লেপন!
উচিত আমার
সূর্য্যবংশ যশো তারানাথে
উজলিতে দিশি দিশি,
পরিভ্রমি পথি পূর্ব্বকৃতে;
কিন্তু এ পামর হায় বিসর্জ্জিয়া তায়,
আরও তারে করিল সমল!
শতধিক্ জীবনে আমার!
সুকোমল তাপস কুমার হৃদে
যেই হস্তে হানিয়াছি শর,
সেই কাল শরে মম বিন্ধিয়া হৃদয়,
গ্রহিব আশ্রয় এবে সমন সদনে!
বোধ হয় তা হইলে
অনেক যন্ত্রণা হতে লভিব মুক্তিরে!

সিন্ধু। ওঃ! জল দাও!
প্রাণ যায় মম।

দশ। হায়রে পাষণ্ড আমি!
বধিনু জীবনে,—
আর এবে মম পাশে
মাগিয়াছে, বারি,

দিই নাই তাও আমি!
পাপের উপরে পাপ,
পূর্ণ মাত্রা লভিনু এখন!
ওহো! প্রাণ ফেটে যায় মম।

(জল প্রদান।)

সিন্ধু। না না করিব না জলপান,
প্রাণ যায় সেও ভাল;
হায় হায় অন্ধ পিতা মম,
বোধ হয় তৃষায় এক্ষণে,
কোরেছেন প্রাণ ত্যাগ তিনি!
না দেখি তাঁহারে জলপানে,
জলস্পার্শ কভু না করিব!

(দূরে জলক্ষেপ।)

দশ। (স্বগত) হা বিধাতঃ!
হতভাগ্য অজের তনয়,
চণ্ডালের মত,—এই নরাধম,
মুনি বালকের প্রাণ
করিতে হরণ
জন্মে ছিল এই পৃথিবীতে?
না আসিয়া
স্যূর্য্যবংশ রাজকুলে আমি,
কিরাতের ঘরে হায় কেন না জন্মিনু!

সিন্ধু। ওঃ! বিষম যন্ত্রণা!
হায় যদা আসিগো এখানে,
কত যে জননী তুমি নিবারিলে মোরে,
পড়ে মনে বুক্ ফেটে যায়!
জননি গো!—
যে সিন্ধুরে হায় তুমি ক্ষুধিত হইলে,
যতনে মা দিতে বন ফল!
যে সিন্ধু মা তোমাদের ক্ষুধা শান্তিতরে,
কিবা দিন কি রজনী,—
গভীর কাননে;
ফল মূল অন্বেষণ করিত সর্ব্বদা!
যে সিন্ধুগো তুহাদের তৃষা নিবারণে
হইয়া ব্যাকুল প্রায়,—
আসিত এ কালপ্রায় সরযূর তীরে,
আজি হায় সেই হেতু,—
আজি হায়
তৃষা নিবারণ তরে আসিয়া এখানে,
কালের দুরন্ত-গ্রাসে গ্রাসিত হইনু!
এই দুঃখ চির দুখঃ রয়ে গেল মনে।

দশ। ভাই ঋষি পুত্র!
দয়া করি বল মোরে
কোথায় আছেন তব জনক জননী?

সিন্ধু। নহি আমি ঋষি-পুত্র,
শূদ্রা গর্ব্ভে ব্রাহ্মণ ঔরসে জন্মিয়াছি।
আপনি কি লয়ে বারি
প্রাণ দান দিবেন জনকে ?
দশ। ইচ্ছা করে ভাইরে আমার
লয়ে যাই বারি !
কিন্তু ভাই কেমনেরে বল,—
হেন অবস্থায় আমি
হেন স্থানে রাখিয়া তোমায় যাই এবে !
সিন্ধু। রঘুপতি।
জীবনের শেষ ইচ্ছা মম ;—
পিতা মাতায় দেখিয়া নয়নে,
করি প্রাণ ত্যাগ।
লহ তুলি বক্ষ হোতে এ বিষম শর ;
শান্তি পাই যন্ত্রণা হইতে।
আর এবে যৎকিঞ্চিৎ বারি লয়ে রাজা,
অদূরেই কুটীর আছে,—
এই পথে শীঘ্রগতি,
মোরে লয়ে চলুন তথায় !
(দশরথ কর্ত্তৃক শরোত্তোলন।)
সিন্ধু। ওঃ ! পিতঃ !—মা ——তঃ !—
(সিন্ধুর মৃত্যু।)

দশ। এ কি এ কি! হায় হায়!
কি করিনু কি করিনু এরে!
নিজ হস্তে বধিয়া মানবে
ভাল কীর্ত্তি থুইনু জগতে!
ওহো! ফাটে বক্ষঃ দেখিলে নয়নে!—
হায় হায় কি করি এখন,
কোথা যাই!
কোথা গেলে পাই পরিত্রাণ!
সিন্ধুরে!
একটী বার দেখ আঁখি মেলি!
একটী বার আয় ভাই
অভাগার কোলে!
দিবে না উত্তর আর?
এই মাত্র ছিলে কোথা গেলে!
এই মাত্র চাহিলে যে বারি!
এস মৃত্যু করাল বদনা,
এস এস শান্তি প্রদায়িনি!
চির শান্তি দেহ অভাগারে,
শান্তি পাই যন্ত্রণা হইতে!
হায়রে কেমনে আমি
মৃত পুত্র লয়ে যাই,
তৃষাতুর ঋষির সদনে!

স্বপ্নেও না জানি আজি,
মৃগয়া কারণে আসি
কানন মাঝারে,
এ হেন বিপদ্ গ্রস্ত হতে হবে মোরে।
কিন্তু যদি মৃত সিন্ধু না লইয়া যাই ;
তাহলেও বিপদের নাহি পরিসীমা।
কিম্বা যদি জনক ইহার,
সলিলের আশে থাকি,
পিপাসায় করে প্রাণ ত্যাগ ;
তাহাতেও পাপ বহ্নি
অনুক্ষণ পুড়াবে আমায়!
জলপান করাইয়া তাঁয়,
পিপাসা হইলে শান্ত তাঁর,
কহিলে তাঁহারে মৃত সন্তান বারতা,
হইয়া অধীর যদি পুত্র শোকে তিনি,
প্রদানিয়া অভিশাপ
ভস্মশেষ করেন আমায়,
তা হইলে করি স্কন্ধে এই মৃত দেহ,—
হায়রে করিয়া প্রাণ ত্যাগ,
পাওয়াইব অবসান
মনোদুঃখে আজি!

(সিন্ধুর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া দশরথের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথমদৃশ্য—কুটীর দ্বার।

(অন্ধমুনি ও সিন্ধুর মাতা।)

সিন্ধু। তৃষায় আকুল প্রাণ,
এখনও সিন্ধু মোর
লয়ে বারি আইল না ফিরি ?
বালক স্বভাব হেতু
হয়েছে কি নিযুক্ত ক্রীড়ায় ?
কিম্বা অরণ্যের মাঝে
স্বভাবের সুদৃশ্য নেহারি
তুরগের মত রশ্মি সংযমনে,
বদ্ধ দৃষ্ট হোয়ে,
হোয়েছে বিস্মৃত,
সমাধানে কর্ত্তব্য তাহার !
না না,—
হেন কার্য্য সিন্ধুতে আমার,
কখনই সম্ভব না হয় !
পিতৃ আজ্ঞা পালন তাহার
জীবনের মুখ্য কর্ম্ম
পরিচয় পাইয়াছি পদে পদে তার।
হায় তবে পুত্রের আমার

ঘটেছে কি কোন অমঙ্গল!
একি! একি প্রিয়ে!
কেন হিয়া কাঁপে থর থরি?

সি—মা। হায় নাথ!
বলেছিনু পূর্ব্বে আমি
কাননেতে পাঠাবনা সিন্ধুরে আমার
কিন্তু পিতৃ বৎসল সন্তান,
না করিয়া দৃষ্টিপাত
জীবনে তাহার,
কেমনে করিবে দূর পিপাসায় তব
এ চিন্তায় উল্লাস চিত্তে
মগ্ন হোয়ে বাছা,
হইয়াছে বহির্গত
বারি আনয়নে।
ঘটিয়াছে কি জানি কি
অভাগিনী ভালে!
কিন্তু হায় উপস্থিত হইলে বিপদ
পূর্ব্ব চিহ্ন উরজে মানসে।
যখন আমার মন
অমঙ্গল কেবলি তাহার,
করিতেছে চিন্তা বারে বার,
নিশ্চয় সিন্ধুর তরে

হায় কোন ঘটেছে বিপদ!
একি নাথ! একি!
কে যেন আমার কানে কানে,
বলিতেছে 'হতভাগি তুই,
না পাবি দেখিতে আর
সিন্ধু গুণাকরে।'

অন্ধ! প্রিয়ে!
উড়ে গেছে পিপাসা আমার!
ইচ্ছা পলে পলে
যাই দ্রুত সরযূর তীরে।
গাত্র স্পর্শে তার,—
যে অনল দহিছে জীবনে
নিভাই তাহারে!
কিন্তু হায় চক্ষুহীন আমি
যেতে ইচ্ছা না পারি যাইতে!

সি—মা। মন মম হতেছে অস্থির!
কুচিন্তা ক্রমেতে
লভিতেছে অধিকার হৃদয়-কন্দরে;
মৃত্যু চিন্তা তার হতেছে প্রবল।
মর্ম্মরিয়া পত্রকুল
ঘোষিছে শ্রবণে
পত্রান্ত হইতে,

ফেলি বারি যথা নয়নের নীরে
ঘোষিতেছে পুনঃ পুনঃ
'মরিয়াছে তোর কাঙ্গালিনি
একমাত্র ধন হৃদয়ের মণি!
কোন প্রাণে রব ঘরে আর,
চল যাই হাতে হাতে ধরি,
অন্বেষিব কোথা আছে যাদুমণি!

(সিন্ধুর মৃত দেহ স্কন্ধে দশরথের প্রবেশ।)

অন্ধ। কে এলিরে সিন্ধু বাছাধন!
আয় ত্বরা আয় বাছা;
পিপাসায় প্রাণ যায়!
দাও বারি করি তৃষা দূর!
(হস্ত প্রসারণ।)
কেন বাপ্ বিলম্ব এখন?
দে বাছা জল দে।
দেরে জল; তৃষাতুর আমি।

দশ। (স্বগত) হায় হায় কি করিনু এবে!
সন্তান জ্ঞানেতে তৃষাতুর হোয়ে
পুনঃ পুনঃ চাহিতেছে বারি,
এ হেন সময়ে কেমনে জানাব,

আমি হতভাগা, দ্বিতীয় কৃতান্ত মত,
অকালেতে হরিয়াছি
সবে মাত্র এক মাত্র হৃদয় নন্দন!
শুনিলে এ কথা—দূরে থাক তৃষা নিবারণ,
জলস্পর্শ কভু না করিবে।
মম ভালে অভিশাপ
জ্বলন্ত পাবক সম
দহিবে নিশ্চয়।

অন্ধ। সিন্ধু!
দে বাছা জল দে,
প্রাণ যায় তৃষ্ণায় আমার।
কৌতুকের নহে এ সময়!
দে বাছা জল দেরে
শুষ্ক কণ্ঠ তালু মম করি তৃষা দূর!
নিবারণ করি তৃষা
নিবারিব মন জ্বালা চুম্বি মুখ তব।
কৈ সিন্ধু দেরে বাছা বারি।

সি-মা। সিন্ধুরে!
দে বাছা জল দেরে
রজনীতে পাঠায়ে কাননে
কষ্ট দিছি বলে,
ক্রোধ কি করেছ যাদুমণি?

বাছা যদি পেয়ে থাক বারি,
দাও শীঘ্র পিতারে তোমার,
বিলম্ব কোরনা যাদুমণি।

দশ। (স্বগত) কেনরে দারুণ প্রাণ!
এখন এখনও থাকি দেহে,
খরতর শরে যথা,—
সন্তাপ-সায়কে হতেছিস বিদ্ধ তুই!
প্রাণ বায়ু!—
যারে তুই পুণ্যের আধার দেহে,
পাপ দেহে মম নহে স্থান তব!
হায় হায়! এখন এখনও
বহিছে শোণিত ধমনী শিরায়!
হওরে শোণিত হ'তুই মিশ্রিত
কুম্ভোদক সহ,
দিয়া তোরে তৃষায় পীড়িত,
ব্যাকুল পরাণি ঋষি করে আজি;—
ঘুচাই হরষে মানস বিকার!

অন্ধ। প্রাণ যায়!
সিন্ধুরে! কেন বাপ্ বিলম্ব করিস্!
বল্ বাছা বল্ ত্বরা মোরে।

দশ। কি আর বলিব দেব!
বিদরে হৃদয়

নিবেদিতে মর্ম্মভেদী কথা,
রঘুবংশ খ্যাতি নিশানাথে,
গ্রাসিয়াছে বিধুন্তুদ মত
এই কুলাঙ্গারে!
নরাধম এই দশরথ
অযোধ্যার পাপ অধিপতি,
কুক্ষণেতে হায় শব্দে অনুমানি,—
জলকুম্ভ মগন জনিত,
যূথপতি খেলা
করাঘাতে সরযূ সলিলে,
হানিয়াছে—হানিয়াছে হায়,—
নিঠুর কিরাত সম শব্দভেদী বাণ,
সুকোমল তব আত্মজ হৃদয়ে!
পাপী আমি প্রভো!
তব পুত্র হন্তারক,—
আনিয়াছি বারি নিবারিতে তৃষা তব!
কিন্তু হায়!—
পাপাত্মা কেমনে প্রদানিবে নীর,
পুরুষ পুঙ্গব ঋষি করে!
(মৃত সিন্ধুকে অন্ধ ও অন্ধার সম্মুখে রক্ষা।)

অন্ধ। কি! কি! দশরথ!
সিন্ধুরে আমার বধিয়াছ তুমি?

উঃ ! কি বিষম !
সিন্ধু ! কোথা সিন্ধু।

(স্পর্শকরণ।)

একি ! একি ! মৃত ! ওঃ !

(মূর্চ্ছিতপ্রায়।)

সি—মা। কি কি ! সিন্ধু নাই ?
সিন্ধু নাই !
ওহো বাপ্ আমার ! (মূর্চ্ছিতা।)

অন্ধ। হায় হায় !
কি করিলে এবে দশরথ !
কি শুনালে কি কহিলে মোরে !
আমাদের নয়নের মণি,
অতল সাগর গর্ব্ভে
করিলে নিক্ষেপ !
কোথা সিন্ধু ! কোথা সিন্ধু !
আয় বাপ্ আয় তোরে
একবার করি কোলে চুম্বিয়া বদন
হৃদয়ের যাতনা ঘুচাই !
দশরথ ! আমাদের জীবন প্রদীপ
নিভাইলে জনমের তরে !
সিন্ধুরে ! কে আর আনিয়া দিবে
চক্ষুহীন জনকেরে তব

ফল মূল কুসুম সুন্দর!
বৎস! পর্ণশালা শূন্য করি
কোথা গিয়া ভুলিয়া রহিলে!
কি আর কহিব আমি,
কহিতে যে হৃদি ফেটে যায়!
কি ফল জীবনে আর তবে?
প্রাণ পাখি যাবে উড়ে,
হৃদয় পিঞ্জর ভাঙ্গি,
শূন্য খাঁচা রহিবে পড়িয়া?—
প্রয়োজন নাহিক তোমায়!
প্রাণের পুতুল সিন্ধু সনে
সকলেরে দিই বিসর্জ্জন!
দশরথ! আর কেন?
ধর অস্ত্র,—
যেই অস্ত্রে সিন্ধুরে আমার
ভাসালিরে অতল সাগরে,
সেই বাণ করিয়া যোজনা,
অভাগায় চির শান্তি দেহ,
মুক্তি পাই যাতনা হইতে! (রোদন।

সি—মা। ওঃ! সিন্ধুরে।
হতভাগী জননীরে তোর,
মা বলে রে ডাক্ একবার!

যাদুমণি!
কেউ নাই তোমা বিনা
মা বলে যে ডাকিতে আমায়!
একেবারে হলে কি বিস্মৃত!
হৃদয় রতন।
অভাগী জননী তোর
ক্ষুধিত হইলে,
বনফল কে আনিবে যাদু,
বল্ বাছা বল্ রে আমায়।
বাছারে! ধুলায় শয়ন কেন?
ভাল কি লেগেছে এত ধুলাখেলা তোর?
বোধ হয় আমাদের অপেক্ষায় তুমি;
ভালবাস পৃথিবী মাতায়;
তা নহিলে এতবার তোরে
ডাকিল এ হতভাগী,—
না শুনি শ্রবণে
ঘুমাইছ বসুধার কোলে!
চির তরে ভুলিলে কি মোরে বাছাধন!
নতুবা কি হেতু হায় ত্যজিয়া মমতা,
চলিলিরে জনমের মত,—
কাঙ্গালিনী—ভিখারিনী-জননীরে তোর
ভাসাইয়া অকুল পাথারে! (রোদন।)

অন্ধ। হা সিন্ধু!
কে আর আমায়
প্রভাতে শুনাবে
সুমধুর শাস্ত্র অধ্যয়ন।
পিতা সম্বোধনে
কে আর আমার কর্ণে
করিবেরে সুধা বরিষণ!
এ জগতে হয়ে চক্ষুহারা
পেয়েছিনু নয়ন রতন সিন্ধু,
হায় তারে ডুবাইনু
সিন্ধুনীরে আজি!
বারি তরে সরযুর তীরে,—
পিতার জীবন দানে হইয়া ব্যাকুল,
গিয়া বৎস হারালি জীবন!
আমার জীবন
যাইত যদ্যপি,
এত কষ্ট হায়রে তাহলে মোরে
হোতোনা সহিতে।
সরযূ প্রবাহিনি!
পুণ্যবতী বলে মা তোমায় সবে,
তব তীরে—তব সলিলে জননি!
গিয়া বাছা বারি আনয়নে,

সিন্ধু মোর হারাল জীবন,
এ দুঃখ মা রাখিব কোথায়
পুণ্যবতি। কহগো আমায়!
দশরথ! দেহ চিতা করিয়া রচনা,
দুহে মিলি সিন্ধু সনে
প্রবেশিয়া জ্বলন্ত অনলে,
ঘুচাইব হৃদয়ের জ্বালা।
আর তুমি
না জানি করেছ কুকর্ম্ম বলি,
কি আর বলিব,—
বধি পুত্রে,—হৃদয়ের সার রত্নে মম,—
যত কষ্ট যত দুঃখ দিলিরে আমায়,
ততোধিক হইবে যন্ত্রণা তোর,
এ অন্তিমে হায়রে যেমতি আমি
হা পুত্র! হা পুত্র! বলি
ত্যজিনু জীবন,
এই তোরে দিনু অভিশাপ,——
তুমিও অন্তিম কালে
'পুত্র পুত্র' করি রাজা ত্যজিবে জীবন!
দশ। দেব! অজ্ঞান অজ্ঞান আমি,
নিজ গুণে,—
করুন মার্জ্জনা!

ক্ষুদ্র অতি
অভিশাপ অনলেতে,
পতঙ্গের মত হব ভস্মীভূত !
এক ভিক্ষা আমি
করিগো প্রার্থনা
শ্রীচরণ মুক্তির ভেলায়,
অভিশাপ অনল সাগরে
করুন অধীনে পরপার !
ভাই সিন্ধু স্বর্গে গেছে ;
আমি পিতঃ ! সুত আপনার,
নিযুক্ত থাকিব সদা
সেবা সুশ্রূষায় !

অন্ধ। যা কহিনু টলিবার নয়,
অভিশাপ কভু না খণ্ডিবে !
হৃদয় কুমার গেছে স্বর্গ পুরে,
তর্পণাদি করি গিয়ে চল,
পুণ্যবতী সরযূর তীরে।
জ্বলিতেছে হৃদি মম,
অবগাহি অনল সাগরে,
বারিব হরষে মানসের জ্বালা !
চল ত্বরা বিলম্ব কোর না।

দশ। (স্বগত) পাষাণ! পাষাণ !

পাষাণ নির্ম্মিত দশরথ!
রে পাষণ্ড!
এখনও মিটিল না আশা!
এক বাণে সিন্ধুরে করিলি পাষাণ,
সে পাষাণও কাঁদাইয়া সবে,—
গেল চলি জনমের মত!
কোন্ প্রাণে এখনও আবার
সাজাইবি চিতা নরাধম!
বজ্র কিও ডরায় পাষাণে!
ওহো! হতভাগা অজের সন্তানে।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য—সরযূতীর।

(চিতা প্রজ্জলিত।)

(দশরথ, অন্ধ, মৃত সিন্ধুক্রোড়ে সিন্ধুর মাতা আসীনা।)

গীত।

সি—মা।

কোথা গেলি যাদুধন!
নেহার নয়ন মেলি তুলিয়ারে চন্দ্রানন!
চাঁদ মুখে কথা কয়ে,
ডাক যাদু 'মা' বলিয়ে;
মেলিয়ারে ভুজলতা জুড়ারে কাঙ্গালী প্রাণ!
কেন বাছা এসেছিলি,
এসে কেন পলাইলি,
অভাগা অভাগী হৃদে হানিয়া বিষম বাণ।

অন্ধ। সম্বর রোদন প্রিয়ে!
আশালতা পাদপ বিহীনা,
রসহীনা ভূতল শায়িতা!
যাব পুত্র সহ,
ভস্ম সাথে মিশিব উভয়ে!

দশ। (স্বগত) কেমনে দারুণ প্রাণে
নিরখিব প্রাণের আরতি !
ওরে হুতাশন !
তুইও কিরে নিঠুর হইলি !
তুলি উচ্চ শিখা,
লোল জিহ্বা সম,
বায়ু কোলে প্রসারিয়া দেহ,
আয় ত্বরা, আয় ত্বরা,
গ্রাসিতে অধমে !
প্রভঞ্জন !
জানি আমি,
সক্ষম রে তুই
উৎপাটিতে তুঙ্গ শৃঙ্গ
শিরে ধরি ভূধর সমূলে।
তুইও কিরে
হইলি অক্ষম
স্বল্প বিধূনিতে
ঋজুগতি অনল শিখায় !
বুঝিয়াছি স্থির
বিধি বাম হলে
অনল অনিল সহযোগী তাঁর
প্রতিকূল হয় অভাগার !

যদিরে যদিরে হায়!
অদৃষ্টের গুণে,
না পাইনু তোদের গোচর,
পরিশেষে জীবন শরণ—
দেখিব দেখিব
কেমনেরে তোরা,
পারিস্ রোধিতে,—
ঘুচাইতে কপালের বিষম লিখন,
যাব যদা ক্ষিপ্র পদে,
মিশাইতে পাপাশ্রিত দেহ,
সরযূর বিমল সলিলে!
দেব!
চিতা প্রজ্জ্বলিত,
করুন আপন কর্ত্তব্য বিধান।
করিয়াছি বহু পাপের সঞ্চয়,
আর না দেখিব,
নিরখিতে অক্ষম এখন,
দেবী সহ তব জ্বলনে প্রবেশ!
রহিল সকল,
রহিল অনল,
রহিল কেবল কলঙ্ক আমার;
ক্ষমা কর দেব!

ক্ষমা কর দেব!
ক্ষমা গুণে ক্ষম নরকে গমন;
চলিছে পামর মিশাতে জীবনে!

অন্ধ। মহারাজ!
পাপ শঙ্কা দূরে পরিহর;
মানব সৃজন করেছেন বিধি;
সাধিতে স্ববিধি মর্ত্তলোকে তাঁর।
দিয়াছেন তিনি মানবেরে,
মানস-নয়ন বিবেক প্রবর;
সেই শক্তি গুণে—
হিতাহিত বিচারে সক্ষম
মনুর তনয়।
হিতাহিত প্রধী দশরথ,
ঘুষিবে এ কথা
স্থাবর জঙ্গম ভূচর খেচর।
করম-সোপানে
পাদক্ষেপ করি,
পাপ পুণ্য ভজে মানব হৃদয়।
কিন্তু দেখ রাজ!
ক্রিয়ামূলে বিরাজিছে সদা,
উদ্দেশ্য সবার।
ধরম-বরমে পরি সদা যেই,

অনুক্ষণ করে উদ্দেশ্য সাধন,
সেই পুণ্যবান ;
পাপ চিন্তা হৃদে তার,
কভু না পায় বিকাশ।
কিন্তু যেই শাকুনিক মত,
নীচবৃত্তি করিতে পালন,
অকাতরে অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে,
নির্জল নয়নে,
হরয় জীবন,
পাপ স্পর্শে তারে।
না জানি না শুনি,
শ্ব দকল মাতঙ্গের জ্ঞানে,
হানিয়াছ বান্।
গেছে পুত্র বটে,
গেছে হায় অন্ধের নয়ন!
কিন্তু মহাভাগ!
নহ দোষী, নহ পাপী তুমি।
দশ। তব উপদেশ শিরোধার্য্য মম ;
তব উপদেশ
তিমিরে পূরিতালয়ে
দীপ-শিখা মত,
খেদাইছে দূরে

তিমির-সঙ্কাশ মানস বিকারে!
কিন্তু অভিশাপ বাণে
প্রপীড়িত আমি।
যদি করেছেন দয়া,
সেই অনুকম্পা বশে,
করুন মার্জ্জনা অপরাধ মম।
অন্ধ। তব শরে হারায়েছে প্রাণ,
প্রাণের পুতলি প্রাণের আধার
অর্ভক আমার!
মরিয়াছে সিন্ধু—
সি—মা। মরিয়াছে সিন্ধু!
কোথা গেলি বাছা!
কি নিঠুর রে তুই!
কেমনেরে বাছা!
ফাঁকি দিয়া মায়,
পলাইয়ে গেলি!
বল্ বাছা কোথা তুই!
তোর কাছে যাই একবার!
অন্ধ। স্থির হও প্রিয়ে!
ভাগ্য দোষে সিন্ধু হারায়েছি!
মোরা হতভাগা,
হেমলতা আলিঙ্গন সুখ

দুরাশা বিশেষ!
হৃদয়-কুমার-কেতু
লক্ষ করি দোঁহে,
জ্বলনে পাতিব
পাপগত দেহ।
মহারাজ!
দিয়াছ সন্তাপ
বধিয়া বালকে,
তেঁই অভিশাপ শরে
বিন্ধিয়াছি তব হৃদি!
কিন্তু পাইবে নিশ্চয়
মনোমত সুত
পুণ্যকৃতি হেতু,
রচিয়া সোপান অনলেতে
আরোহিয়া যাহে,
যাব তথা আছে পুত্র যথা।

দশ। করেছি যে পাপ,
নহে খণ্ডনীয় কভু,
বধিয়াছি পুত্র আপনার,
শুনিয়াছি কাণে
আর্ত্তনাদ তার;
'অজের তনয় রঘুকুল জাত

ঘোর পাপী পিশাচ-হৃদয়,
বধেছি সন্তানে !
বধিতে প্রস্তুত জনক জননী ;
হানিয়াছি শর যেই করে,
সেই করে রচিলাম চিতা ;
জীবন ধারণে,
আরও কত পাপ অবহার
প্রবেশিবে কলঙ্কিত
মানস তড়াগে,—
নাহি জানি দেব।

অন্ধ। যাও ফিরে গেহে,
ভুঞ্জ সুখে রাজ্যভোগ ;
কর নিমজ্জিত বিস্মৃতি সাগরে
মানব ঘাতন পৈশাচিক কায !
যাও ফিরে, যাও ফিরে,
প্রবেশি হরষে শান্তির আগার !

দশ। (অন্ধের চরণ স্পর্শ করিয়া)
দোষী আমি এ রাঙ্গা চরণে,
কালিমা চিহ্নিত কর মম,
যোগ্য নহে ইহা পরশিতে !
করিব সফল কিন্তু
যা থাকে ললাটে ;

প্রক্ষালিব পুন তাহে,
বিগলিত বাষ্পবারি ফেলি !
(সকরুণে) নিঠুর হৃদয়ে,
নিঠুর পরাণে,
নিঠুর নয়নে, নিঠুর শ্রবণে,
চিন্তিব, বাঁচিব,
দেখিব, শুনিব, কত আর !
ইচ্ছা এইক্ষণে
পরীক্ষিতে জ্বলনের তেজ,
পাতিয়া হরষে পাপ গত দেহ !
কিন্তু তব আজ্ঞা
অবহেলা কভু না করিব ;
যাইব গেহেতে ;
কিন্তু কেমনে নেহারি
জ্বলনে জ্বলন !

অন্ধ। মন ক্ষোভ ইথে
নহে ত সম্ভব !
সুত গত, মন গত,
গত যত জীবনের সাধ ;
আছে পাছে,
কীটদষ্ট ব্যাধির মন্দির—
এই পোড়া দেহ।

পোড়াইয়া ইহা,
মিশাইয়া ভস্মের সহিত,
যাই পাছু পাছু
মন গেছে যথা !
মহারাজ !
বাক্য ব্যয়ে বহু
বেদনিছে হিয়া,
আশ্বাস প্রশ্বাস
জ্বালাতেছে দেহ ;
আর নয় ! আর নয় !
মন প্রাণ হতেছে অস্থিব !
ঐ শুন ! ঐ শুন !
কে যেন আমায় ডাকিছে সঘনে !
কোথা প্রিয়ে !
কোথা প্রিয়ে !
এস ত্বরা করি !
শুনিতে বাসনা যদি
সিন্ধুর বচন !
ঐ শুন ! ঐ শুন !
মেঘের অন্তরে
কি বলিছে
প্রাণের কুমার !

(আকাশ বাণী।)

"এস পিতঃ! এস মাতঃ!
হেথা পুত্র তব ;
ফেলিছে নয়ন নীর সদা
তোমাদের লাগি!"

সি--মা। ঐ বটে! ঐ বটে!
ঐত আমার
সিন্ধুর বচন!
চল ওগো! চল ওগো!
সহে না বিলম্ব প্রাণে আর!

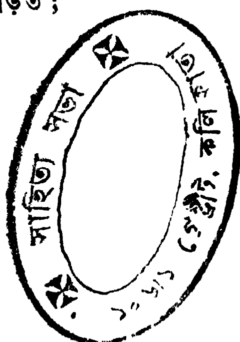
(সিন্ধুর মৃত দেহ স্কন্ধে দণ্ডায়মান।)

অন্ধ। যাও দশরথ!
যাও তুমি গেহে!
ওরে রে খেচর,
ওরে রে ভূচর,
ওরে যত শাখি,
ওরে যত পাখি,
কিন্নর, মানব.
দেবতা, দানব,
চলিছে আভাগা,
চলিছে অভাগী।

দেখিতে আত্মজ
সিন্ধু বাছাধনে !

(সিন্ধু সহ উভয়ের চিতায় পতন।)

দশ। ওহো !
কি হেরিনু এ পাপ নয়নে ;
কোন্ প্রাণে যাই ফিরে গেহে !
না চলে চরণ,
নাহি যায় মন,
শোকে দুঃখে মরমে পীড়িত ;
গেছে সিন্ধু,
গেছে পিতা মাতা,
গেছে পড়ে যবনিকা
তাঁদের জীবনে !
পড়িল পড়িল এইবার,
সেই যবনিকা হায়
হৃদয়ে আমার !



(দশরথের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।